দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩২

খন্দকার জাহিদ হাসান

চন্দ্রবাসীদের পৃথিবী পরিদর্শন-৩ঃ ঋষি প্রজাতি

[অতঃপর মেন্‌জিক উড়ে চলল ক্ষেত-খামার, নদী-নালা আর মনুষ্য-বস্‌তির ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত তারা সন্ধ্যের ঠিক আগ নাগাদ এক শালবনের মধ্যে এসে পড়ল। রু আবার দক্ষ হাতে এক শাল গাছের আনুভূমিক ডালের ওপর মেন্‌জিককে অবতরণ করাল। সেই গাছে ছিল বড় আকারের কয়েক হাজার কালো ও লাল পিঁপড়ের আস্তানা। মেন্‌জিক যেখানে অবতরণ করেছিল, সেখান থেকে মাত্র দু'হাত দূরেই কয়েকটা কালো ও লাল পিঁপড়ে জটলা করছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় পিঁপড়েগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ওদিকে চন্দ্রবাসী রু ও শিউ তাদের নভোযান-তথা-রোবট মেন্‌জিকের ভেতরে বসে কালো ও লাল পিঁপড়েগুলোকে দেখতে পেল। বেশ ঘাবড়িয়ে গেল তারা। কারণ সেই বিরাট পিঁপড়েরা আকারে তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বড় হবে।]

রুঃ শিউ, ঐযে দেখ, কেমন ভয়ংকর সব আর্থ্রোপোডা! কালোগুলো তো দেখতে রীতিমতো একেকটা ডাকাতের মতো!

শিউঃ সে তো বটেই। তবে লালগুলোও কি কম যায় নাকি? ঠিক যেন একেকটা খাটাশ!... রু, এ তুমি কোথায় ল্যান্ড্ করলে?

[রু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আভ্যন্তরীণ স্পীকারে মেন্‌জিকের কণ্ঠঃস্বর শোনা গেল।]

মেন্‌জিকঃ তোমরা দু'জন খামোখাই ভেবে মরছ। এই প্রাণীগুলিও নিনির মতো পিঁপড়েই, তবে একটু বড় জাতের- এই যা।

রুঃ সেতো বুঝলাম। কিন্তু নিনির চেহারা কি আর এ-রকম ডাকাতের মতো ছিল?

শিউঃ রু, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কার সংগে কার তূলনা করছ!

রুঃ আমি তূলনা করছি না। আমি শুধু...

শিউঃ (রু-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই) নিনি কতো সুন্দর! আর তার চেহারা কি মায়াবী-ঈ-ঈ-!!

রুঃ (বাঁকা চোখে শিউ-এর দিকে চেয়ে) তাই নাকি? নিনির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে!?

শিউঃ আমি কি তাই বললাম নাকি? আমি বলতে চাইছি...

রুঃ কি আর বলতে চাইবে! চলো, এখনি তোমাকে নিনিদের পিঁপড়ে-পট্টির কাছে নামিয়ে দিয়ে আসি। নইলে তোমরা দু'জনেই হয়তো হার্টফেল করে বসবে। সেও তো তোমাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে। কেন, মনে নেই, তোমার সাথে নিনি নাচতে চেয়েছিল?

শিউঃ কি মুশ্‌কিল! ও তো তখন মাতাল অবস্থায় ছিল। মাতালরা তো কতোকিছুই করতে চায়!

[রু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেন্‌জিকের কণ্ঠ ভেসে এল।]

মেন্‌জিকঃ এ্যায়, তোমরা থামবে? মন দিয়ে আমার কথা শোনো। এখানকার এই বিরাট পিঁপড়েরা দেখতে যেমন-ই হোক না কেন, ওরা কিন্তু খুব বন্ধুভাবাপন্ন। আমি তাদের কথা পাঠ করতে পারছি। ওরা তোমাদের সাথে কথা বলতে চাইছে।

রুঃ ওরা কি বলছে?... আমাদের হয়ে বরং তুমিই ওদের সংগে কথা বলো না কেন?

মেন্‌জিকঃ ঠিক আছে। তার আগে বলে নিই ওরা কি বলছে।

[বিরাট বিরাট পিঁপড়েগুলো কি বলছিল- মেন্‌জিক তা বয়ান করতে থাকল। আসলে সেই মুহূর্তে 'বৈরা' ও 'শাউরা' নামের দু'টো কালো পিঁপড়ে এবং 'জাক্কু' ও 'খান্দাই' নামের দু'টো লাল পিঁপড়ে নিম্নোক্ত আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিল।]

বৈরাঃ ঐ দ্যাখো, চান্দ্ থন আরেকখান রকেট আইসা হাজির। শালারা আর জাগা পাইলো না, এক্কেরে আমাগো গাছে আইসা নামলো!

জাক্কুঃ অসুবিদা কি? চলো না, অগো লগে কিছু রং তামাশা করি গিয়া।

বৈরাঃ তুমি মিঞা চব্বিশ ঘন্টাই গীয়ারে থাকো। এত ফূর্তি কিসের, কও দেহি?

জাক্কুঃ ফূর্তি-টুর্তি বুজি না। জীবনডা বোরিং লাগে তো! তাই এট্টু চেইঞ্জ দরকার। চলো, ওদিকে আউগাই।

শাউরাঃ জাক্কু আইজকাইল ভালাই ইংরাজী মারা শিখছে! তয় কতাডা হে ঠিক-ই কইছে। জীবনডা খালি বোরিং লাগে। চলো, রকেটের দিকে আউগাই।

বৈরাঃ না, আমি কইতে আছিলাম কি, অগো লগে যদি বন্দুক-ফন্দুক থাকে! জানডা খোয়াইবার চাও?

[বৈরার কথায় কান না দিয়ে বাকী তিন পিঁপড়ে মেন্‌জিকের দিকে এগোতে আরম্ভ করল। তাই বাধ্য হয়ে বৈরাও ওদেরকে অনুসরণ করতে থাকল। 'খান্দাই' নামের লাল রং-এর পিঁপড়েটা এতক্ষণে মুখ খুলল। ও সব সময় বেকুবের মতো কথা বলত।]

খান্দাইঃ আমার মুনে হয় অকেটটার ইঞ্জিল বিগ্‌ড়্যাচে। তাই অরা এই অ-জাগাত্ আয়স্যা নামিচে।

জাক্কুঃ মামু, তুমি অ্যাদ্দিনেও তুমাগো দিনাজপুরের ভাঁষা বদলাইবার পারলা না? 'অকেট' আবার কি? জিনিষডার নাম 'রকেট'।

খান্দাইঃ দিনাজপুর না, আজশাহী জেলা। বাগমারা থানা।... আর আমি তো 'অকেট' কইনি— আমি তো 'অকেট'-ই কোল্যাম।

শাউরাঃ হেই, তুরা অহন অফ্ যা তো!... (গলা খাঁকারী দিয়ে) এই যে নভোচারী ভায়েরা, এই রকেটের মইদ্যে কেউ আছেন নিহি?

খান্দাইঃ (গলা আরেক পর্দা চড়িয়ে) হ্যালো-ও-ও, অকেটের ভিতর যারা আচেন, তারা কথা বুলিচ্চেন না ক্যান্? আপনাদের ইঞ্জিল কি বিগ্‌ড়্যা গেচে নাকি?

শাউরাঃ (খান্দাই-এর উদ্দেশ্যে) খান্দাই, তুই চুপ করতো দোস্ত্। 'অকেট-অকেট' কইরা চিক্কুর পাড়লে হ্যারা বুজবার পারবো না। সঠিক ভাঁষা ইউজ করন লাগবো।

বৈরাঃ ঠিক-ই কইছো। মুনে নাই, গতবার...

[হঠাৎ 'রকেট' অর্থাৎ মেন্‌জিকের বাইরের লাউড স্পীকার থেকে একটা গম্‌গমে কণ্ঠঃস্বর ভেসে এল।]

মেন্‌জিকঃ ভদ্র মহোদয়গণ, আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমরা এসেছি সেই সুদূর 'মেই' উপগ্রহ থেকে। আসলে আমি হচ্ছি একটা নভোযান...

শাউরাঃ (মেন্‌জিকের উদ্দেশ্যে) আরে মিঞা, অতো বক্তিমা দেওনের দরকার নাই। আমরা জানি তুমরা কারা। হের আগেও জীবনে ম্যালা রকেট দেখছি। আইজ-ই পয়লা নাহি?

খান্দাইঃ ঠিক-ই তো! খালি তাই লয়, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা অকেটও চালাত, কয়েকবার অরা তুমাদের চান্দেও গেচে।

[আবার মেন্‌জিকের গলা শোনা যায়।]

মেন্‌জিকঃ দুঃখিত বন্ধুগণ! আপনারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন অ্যাক্‌সেন্টে কথা বলছেন। তাই আপনাদের কথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে।

জাক্কুঃ (খান্দাইকে উদ্দেশ্য করে) মামু, তুমি আর তুমাগো দিনাজপুরের ভাঁষা ফুটায়ো নাতো! শুনলা না, হেরা বুঝতে পারতাছে না? যা কওয়ার, আমিই কই। (মেন্‌জিকের উদ্দেশ্যে) এই যে রকেট ভাই, মুন দিয়া আমার কতা শুনো। খান্দাই-এর কতা বাদ দ্যাও। হের বাপ-দাদারা তিন পুরুষ আগে পাকা আমের ঝাঁকার মইদ্যে কইরা দিনাজপুর থাইক্যা আমাগো দ্যাশে আসছিলো, *(খান্দাই জাক্কুর কটিদেশে গুঁতো দিতে দিতে বলে 'দিনাজপুর লয়, আজশাহী- আজশাহী-')* তয় আইজও জবান বদলাইতে পারলো না! যাউক গিয়া, যা কইতে আছিলাম। ঐসব 'মেই-ফেই' বুজি না। শাদা ভাঁষায় কতা কও। তুমাগো ভাঁষারও কইলাম ম্যালা গল্‌তি রইছে।... ইয়া, ভিত্‌রে যারা আছে, তাগো নাইমা আইতে কও। আগে মিল-মহব্বত হউক!

মেন্‌জিকঃ ঠিক আছে। ভেতরে দু'জন আরোহী রয়েছে— রু ও শিউ। আমি এখনি তাদেরকে বাইরে আসতে বলছি।

[ইতিমধ্যে রু ও শিউ নভোযান থেকে নেমে এসেছিল। ততোক্ষণে লাল ও কালো পিঁপড়েরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তাদের মধ্যে থেকে শুধু জাক্কু ও শাউরা নতুন অতিথিদের সংগে কথা বলবে।]

রুঃ (মাথা নুইয়ে) শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম রু। আর ও হচ্ছে শিউ। আমরা এসেছি ঐ মেই উপগ্রহের উল্টোপিঠ থেকে।

জাক্কুঃ (তাচ্ছিল্যের সাথে) ইয়া আল্লাহ্‌! তুমরা দু'জন এত পিচ্চি? আমাগো শয়লা পিঁপরারাও তুমাগো চাইতে বরো!

রুঃ শয়লা পিঁপড়েরা আবার কারা?

শাউরাঃ হ্যারা হইলো গিয়া মাটির তলের পিঁপরা— এই এত টুকুন টুকুন! খুব-ই গাধা কিসিমের পিঁপরা!

রুঃ বুঝতে পেরেছি আপনি কাদের কথা বলছেন। ইতিমধ্যেই তাদের একজনের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। ওর নাম 'নিনি'।... হ্যাঁ, আপনি ঠিক-ই বলেছেন, ওরা একটু বোকা ধরণের। অবশ্য খুব-ই বিনয়ী। তবে আমরা কিন্তু আকারে ওদের চাইতে ছোটো নই— প্রায় সমান সমান।

জাক্কুঃ হে তো বুজলাম। তয় কুনহান থন তুমরা আইতাছো কইলা?

রুঃ (আকাশের দিকে আংগুল নির্দেশ করে) মেই উপগ্রহ।

শাউরাঃ বুজছি। আমরা ঐডারে 'চান্দ' কই। আমাগো পূর্ব-পুরুষেরা কতোবার তুমাগো চান্দে গ্যাছে!

[এতক্ষণে শিউ মুখ খোলে।]

শিউঃ তাই নাকি? তো এখন আর আপনারা যান না?

শাউরাঃ নাহ্‌! শুধু চান্দে যাওন না, আর কুনো সাইন্টিফিক কারবার লইয়াই আমরা মাথা ঘামাই না।

শিউঃ কেন বলুন তো?

শাউরাঃ লাভ কি! খালি ট্যাকা আর সুমায়ের বরবাদ! আর বেশী বুদ্দি থাকলে যা হয়, তা-ই হইছিল।

রুঃ তার মানে?

শাউরাঃ নানান টেস্ট্‌ফেস্ট্ করবার গিয়া আমাগো পিঁপরা জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতে বইছিল। তাই অহন হগ্‌গল সাইন্স্ বন্দ্! অহন হেগুলান করে মাইন্‌ষেরা।

রুঃ 'মাইন্‌ষেরা' মানে?

জাক্কুঃ 'মাইন্‌ষেরা' মানে মানুষেরা— মানুষ।

শিউঃ তারা কারা?

জাক্কুঃ ও-ব্‌বাব্বা! আমাগো গ্রহে আইছো, আর অহনও মানুষ-ই দ্যাখো নাই? দুই ঠ্যাংগা মানুষ!!

শিউঃ ও, এতক্ষণে বুঝেছি। (রু-এর উদ্দেশ্যে) ওরা বোধ হয় ঐ বিশাল দৈত্যদের কথা বলছে।

শাউরাঃ 'দৈত্য'! দৈত্য আর কি দ্যাখছ তুমরা?

শিউঃ কেন?

শাউরাঃ মানুষগোই যদি তুমরা দৈত্য কও, তাইলে হাতী-ঘোরাগো কি কইবা?

রু ও শিউঃ(সমঃস্বরে) তারা আবার কারা?

জাক্কুঃ হেঁঃ-হেঁঃ! হ্যারা বিরাট বিরাট সব জানোয়ার।... এ তো গ্যালো ডাংগার জানোয়ার। আর পানির তলের হাংগর-তিমিরে যদি দ্যাখো, তাইলে ডরে তো তুমরা পেচ্ছাব কইরা ফালাইবা!

শিউঃ তাই নাকি? তারা সব এত বিশাল?

শাউরাঃ হ্যাঁ মিঞারা।... তয় হ্যাঁ, মাইন্‌ষের বুদ্দি অগো চাইতে অনেক বেশী। হগ্‌গলরে বশ করছে অরা।

শিউঃ তাই নাকি? তা মানুষের বুদ্ধি কি আপনাদের চেয়েও বেশী?

শাউরাঃ না-না, তা না। তয় আমরা আর আমাগো বুদ্দিতে শান দেই না, হ্যারা অহনও দেয়— এইডাই তফাত। শিগ্‌গীর-ই মরবো তারা।... যাউক গিয়া, আর কি কি দ্যাখছ তুমরা?

শিউঃ শুধু মানুষ আর পিঁপড়ে।

রুঃ না, কয়েকটা বিট্‌কেল আকারের দু'পেয়ে প্রাণীকেও দেখেছি, একটু একটু উড়তে পারে তারা। ডানা বেশ ভারী। একটা বয়স্ক মেয়ে মানুষ তাদেরকে কি যেন খাওয়াচ্ছিল।

জাক্কুঃ বুজছি। হেইগুলান হইলো মু-র-গী-ঈ!- - -তো শয়লা পিঁপরাডার নাম কি য্যান্ কইলা— 'চিনি', না 'মিনি'!?

শিউঃ না, ওর নাম নিনি। খুব ভাল মেয়ে নিনি।

[রু একবার চকিতে শিউ-এর পানে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।]

জাক্কুঃ কি ফাল্ পাড়ো খালি 'ভালা মাইয়া- ভালা মাইয়া'! হ্যারা হইলো খুব-ই ইষ্টুপিট্।

শাউরাঃ (জাক্কুর কথায় তাল দিয়ে) আবার কানাও। সামান্য দূরের জিনিসও দ্যাখবার পায় না।

শিউঃ হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন। আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

জাক্কুঃ ঃ এমুন কি বরো বরো জীব-জানোয়ার হ্যাগো কাছে আইলেও হ্যারা তা ঠাওর করবার পারে না।

রুঃ আচ্ছা, যাই হোক। এখন আসল কথায় আসি। আমরা এই গ্রহ সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আপনাদের কাছে জানতে চাইছি। এ-ব্যাপারে নিনিকে দিয়ে

আমাদের কোনোই লাভ হয়নি। আর এক ছোটো বাচ্চা ছাড়া মানুষের কথাও আমরা বুঝতে পারিনি। তবে সেই বাচ্চার সাথে আমাদের কথা বলার সুযোগ হয়নি।

জাক্কুঃ ঠিক আছে। কও, কি তইথ্য জানবার চাও।

রুঃ আচ্ছা, নিনি বলছিল যে, 'হেলফিলান' নামের কি এক দূর্যোগে নাকি ওদের অনেকেই মারা যায়। আপনি কি এ-ব্যাপারে কিছু জানেন?

জাক্কুঃ ঐডা হইলো একখান বোগিজোগি। আসলে মাইন্‌ষেরা অগো পায়ের তলায় পিষ্যা মারে। কিন্তুক অরা তা বুজবার পারে না। হেইডারে হ্যারা একখান বাহারি নাম দিছে— 'হেল্‌ফিলান'! ইষ্টুপিট্ আর কারে কয়!!

শিউঃ তো আপনারা তাদেরকে ব্যাপারটা বোঝালেই তো পারেন।

শাউরাঃ অগোরে বুজানোর চেষ্টা আর ছায়ে ঘি ঢালা সুমান কতা। কইলাম না শয়লা পিঁপরারা খুব-ই আহম্মক! মাটির তলায় থাকে তো!

শিউঃ আপনারা খুব চালাক-চতুর, তাই না?

[শিউ মেন্‌জিককে সব তথ্য টুকে নিতে বলবে। তবে মেন্‌জিক অনেক আগেই তার অডিও ও ভিডিও-ভিত্তিক কাজ-কর্ম শুরু করে দিয়েছিলো।]

শাউরাঃ তা তো বটেই। আমরা মাইন্‌ষের থাইক্যাও বেশী বুদ্দিমান। তয় অগো ধারেকাছেও ভিঁড়ি না। এই বন-বাদাড়ে গাছের ডালে থাকি। মাইন্‌ষে আমাগো কাছে আইলে আইচ্ছা মুতন কাম্‌ড়ায়া দেই। বিষের জ্বালায় কাইন্দা মরে। তাই অরা আমাগোরে খু-উ-ব ডর পায়। কুত্তা-বিলাইও আমাগো থন সাত হাত দূরে থাকে।

শিউঃ কুত্তা-বিলাই আবার কারা?

[এতক্ষণ কোনো কথা বলার সুযোগ না পাওয়ায় 'আজশাহী' জেলার 'বাগ্‌মারা' থানার লাল পিঁপড়ে খান্দাইয়ের আর তর সইছিল না। এবার সে আর চুপ করে থাকতে পারল না।]

খান্দাইঃ কুত্ত্যা-বিলাই মানুষের ঘরত থাকে। দু'ড্যার-ই চ্যারখান কোর‍্যা পাঁও আচে। আবার পাছের দিকে ল্যাজও আচে। কুত্ত্যার ল্যাজ ব্যাঁকা, আর বিলায়ের ল্যাজ...

জাক্কুঃ (খান্দাইয়ের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠে) মামু, তুমি সব বরবাদ কইরা দিতাছো!! আর একখান কতাও না! মুখে এক্কেরে তালা মাইরা রাখো, বুজছো? (শিউ ও রু-এর উদ্দেশ্যে) হ্যাঁ, খালি মানুষ-কুত্তা-বিলাই না, আমাগো এই দুনিয়ায় কোটি কোটি জীব-জানোয়ার, পুকামাকড় আর গাছপালা আছে।

রুঃ আমাদের মেই উপগ্রহের জীবজগৎ অবশ্য এত বিশাল নয়— খুব-ই ছোটো।

শাউরাঃ জানি।

রুঃ কিভাবে জানলেন?

জাক্কুঃ ক্যান্, কইলাম না, আমাগো পূর্বপুরুষেরা তুমাগো চান্দে অনেকবার গ্যাছে?

শিউঃ আচ্ছা, এবারে মানুষ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

জাক্কুঃ হ্যাঁ, হ্যারাও চান্দে গ্যাছে। তয় মাত্তর অল্প ক'বছর আগে। আর আমরা গ্যাছি কয়েক হাজার বছর আগে। অহন সব বাদ। আমরা যখন চান্দে যাইতাম, তখন তুমরা চাষাভুষা আছিলা। মাইন্‌ষেরা আরও অসইভ্য আছিলো। অবশ্য হ্যারা অহনও অসইভ্যই রইয়া গ্যাছে। খালি দালানকোঠা বানাইলে আর সাইন্টিফিক টেস্ট করলেই কি আর সইভ্য হওন যায়!

রুঃ মানুষদের সাথে আপনাদের ভাব-বিনিময় হয় না?

জাক্কুঃ আসলে অগো কতা আমরা বুজি না, অরাও আমাগো কতা বুজবার পারে না। তুমরাও তো মাইন্‌ষের কতা বুজবার পারোনি, তাই না?

রুঃ ঠিক তাই। আচ্ছা, আপনারা সভ্য জীবন ত্যাগ করলেন কেন?

জাক্কুঃ ত্যাগ করবো ক্যান? আগেই তো আমরা অসইভ্য আছিলাম। অহন হইছি সত্যিকারের সইভ্য।

রুঃ ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

জাক্কুঃ এই ধরো গিয়া আগে আমরা সারাক্ষণ ঝগ্‌রা-ফ্যাসাদ করতাম। অহন বাদ দিছি।

[বেকুব খান্দাই আবার বেকুবের মতো কথা বলে ওঠে।]

খান্দাইঃ এই তো, এই শাল গাছের দখল লিয়্যাই তো এক সুমায় কালো আর লাল পিঁপ্‌ড়্যার মদ্যে কতো মারামারি হ্যোচে। একুন আমরা আর মারামারি করি না। একুন খালি মিল্‌-মহব্বত! একুন আমরা সব্য হ্যোচি।

শিউঃ তার পরেও কথা থাকে। আসলে এই বন-বাদাড়ে থেকে কি সত্যিকারভাবে সভ্য হওয়া যায়?

জাক্কুঃ যায় না মানে! জংগলেই তো আসল শান্তি। আহ্‌, কি অপার শান্তি!!

শাউরাঃ আইচ্ছা, রাত নাম্‌সে। আমরা তাইলে আসি। কাইল ভোরেই ফের দেখা হইবো। ততোক্ষুণ সহি-সালামতে থাইকো।... ভালা কতা, সকালে তুমাগো লাইগা কিছু খানাপিনা লইয়া আসুম। হাজার হইলেও তুমরা হইলা আমাগো মেহ্‌মান। তয় কুন্‌ কিসিমের খানা পসন্দ্‌ তুমাগো, কওতো!

রুঃ আমাদের কোনো খাবার লাগবে না। মেই থেকে আমাদের যাত্রার আগ দিয়েই আমরা কয়েকদিনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি শরীরে নিয়ে ফেলেছি। তাই ও নিয়ে আপনারা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।

[ইতিমধ্যে চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। পিঁপড়ের দল চন্দ্রবাসীদেরকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে সদলবলে বিদায় নিল। ওদিকে কারা যেন মিট্‌মিটে আলো জ্বেলে আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাই দেখে রু ও শিউ আবারও নতুন করে দুশ্চিন্তায় পড়ল। মেন্‌জিক তাদেরকে আবারও অভয়বাণী শোনাল।]

মেন্‌জিকঃ নতুন আর্থ্রোপোডার আমদানী হচ্ছে। তবে এরা নিশাচর এবং দেখাই যাচ্ছে, উড়তে পারে। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। এরা আরও বন্ধুভাবাপন্ন।

রুঃ সে তো বুঝলাম। কিন্তু ওরা এমন আলো পেল কোথায়? ওরাও কি প্রযুক্তিগতভাবে খুব উন্নত কোনো প্রাণী নাকি!

শিউঃ কে জানে বাবা!

মেন্‌জিকঃ আমি জানি। ওটা ওদের বয়ে বেড়ানো কোনো যান্ত্রিক আলো নয়, ওটা ওদের শরীরেই তৈরী হচ্ছে।

শিউ ও রুঃ(সমঃস্বরে) তার মানে?

মেন্‌জিকঃ ঐ আলোটা ওদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া অর্থাৎ বিপাক প্রক্রিয়ার একটা ফলাফল বা পরিণতি মাত্র।

শিউ ও রুঃ(আবারও সমঃস্বরে) তাই নাকি?

মেন্‌জিকঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই।... ঠিক আছে, ওদের একজনকে ডেকে কথা বললেই তো হয়।

রুঃ তুমি নিশ্চিত যে, ওরা বন্ধুভাবাপন্ন?

[মেন্‌জিক নিরুত্তর থাকে।]

রুঃ (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কি ব্যাপার মেন্‌জিক, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

শিউঃ (রু-এর উদ্দেশ্যে) রু, চুপ করো। ঐ দেখ, ওরা এসে পড়েছে।

[ইতিমধ্যে দু'টো জোনাকী হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে ওদের একেবারে কাছে চলে এসেছিল। ওদের মধ্যে একটা ছিল একটু বড়ো, আর অন্যটা ছিল ছোটো। ওরা কেবলি জ্বলছিল আর নিভছিল– নিভছিল আর জ্বলছিল। তারপর তারা মেন্‌জিকের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শিউ ও রু-এর সাথে কথা বলতে থাকল।]

বড়ো জোনাকীঃ আমার নাম অনীলা, আর ও আমার ছোটো বোন সুনীলা। তোমাদের নিজেদেরকে নতুন করে আর পরিচয় দিতে হবে না। পিঁপড়েদের সাথে যখন তোমরা আলাপ করছিলে, তখন আমরা সব-ই শুনতে পেয়েছি। কারণ আমরা কাছেই পাতার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। এখন রাতের আলো ভালমতো ফুটে ওঠার পর আমরা বেরিয়ে এসেছি। আর পিঁপড়েরা ওদের ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

রুঃ সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোমরা আসলে কোন্ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত? আর তোমাদের শরীরের এই আলোই বা কি জন্য?

সুনীলাঃ তোমরা যদি সবাই গ্রহ আর উপগ্রহ প্রজাতি হও, তবে আমরা হলাম নক্ষত্র প্রজাতি। (অনীলার উদ্দেশ্যে) তাই না দিদি?

[অনীলা কোনো উত্তর দেয় না, শুধু নিঃশব্দে হাসতে থাকে।]

রুঃ তার মানে?

সুনীলাঃ গ্রহ-উপগ্রহের যেমন নিজস্ব কোনো আলো থাকে না, তোমাদেরও তেমন আলো নেই। আর নক্ষত্রের যেমন নিজস্ব আলো থাকে, আমাদেরও তেমনটি রয়েছে। তাই আমরা হলাম নক্ষত্র প্রজাতি। আর তোমরা হলে...

[কথা শেষ না করেই সুনীলা হাসিতে ফেটে পড়ে।]

শিউঃ ও, এতক্ষণ তুমি রসিকতা করছিলে?

সুনীলাঃ (হাসি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে করতে) রসিকতার জন্য দুঃখিত!... ইয়ে, আসলে আমাদেরকে 'জোনাকী' বলা হয়।

শিউঃ তোমরা দু'জন-ই তো মেয়ে জোনাকী, তাই না?

অনীলাঃ হ্যাঁ। আর আমাদের এই আলো হারিয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো প্রজাতিদের পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য। এই তো, এইমাত্র আমরা দু'জন একটা পথ-হারিয়ে-ফেলা বুল্‌বুলি পাখীর ছানাকে ওর বাসাতে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

শিউঃ দূর, আবারও তোমরা ফাজলামি শুরু করেছ! সেই নিনির মতো তোমরাও মনে হয় মাতাল।

অনীলাঃ না-না, এবার ফাজলামি করছি না! আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলি না। তোমরা বিশ্বাস করো, আমরা মাতালও নই। আমরা কখনো নেশা-ভাং করি না। শোনো, তোমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। 'পৃথিবী' নামের এই গ্রহে যতো প্রজাতি রয়েছে, তাদেরকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কেউ হলোঃ শ্রমিক প্রজাতি, কেউ হলোঃ গুন্ডা প্রজাতি, কেউ হলোঃ ঋষি বা তপস্বী প্রজাতি, কেউ ফাজিল প্রজাতি, কেউ হিংস্র প্রজাতি, কেউ আবার ভীরু কিংবা সাহসী প্রজাতি, আবার কেউ কেউ হলো এ-সবের মিশেল। উদাহরণ দিচ্ছিঃ যেমন, বেশীর ভাগ পিঁপড়ে, তারপর ধরো মৌমাছি- এরা হচ্ছে শ্রমিক প্রজাতি; বানরেরা ফাজিল প্রজাতি; বাঘ-সিংহ, হাংগর-কুমীর আর বিছেরা হিংস্র প্রজাতি; হাতী-ঘোড়ারা সাহসী প্রজাতি; শেয়াল-কয়োট

আর কেন্নোরা ভীরু প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আর এককোষী প্রাণীরা কোনো ধরণের মধ্যেই পড়ে না। তবে রোগজীবাণুরা সবচেয়ে ঘৃণিত প্রজাতি।

রুঃ রোগজীবাণুরা আমাদের মেইতেও রয়েছে। ওদেরকে আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। কিন্তু অন্য সব কাদের কথা বললে তুমি? এদের বেশীর ভাগ প্রজাতির সংগেই তো আমাদের পরিচয় হয়নি।

অনীলাঃ পরিচয়ের দরকার নেই। আমি স্রেফ উদাহরণ দিলাম।

শিউঃ আচ্ছা, মানুষেরা কোন্ ধরণের প্রজাতি?

অনীলাঃ মানুষ সব কিছুর-ই মিশেল, তবে ভয়ানক বুদ্ধিমান।

রুঃ আর তোমরা?

অনীলাঃ হ্যাঁ, এবার আমাদের কথায় আসি। উদ্ভিদ-জগতের প্রায় পুরোটা এবং প্রাণী-জগতের মধ্যে কেবল আমরা— হ্যাঁ, কেবলমাত্র আমরাই হলামঃ ঋষি প্রজাতি। তাই বলছিলাম যে, আমাদের কথা অবিশ্বাস কোরো না।

শিউঃ দেখ অনীলা, বেশী কথা অপচয়ের দরকার নেই। তার চেয়ে বরং আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দাও তো।

[এতক্ষণে সুনীলা আবার মুখ খোলে।]

সুনীলাঃ তোমাদের প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই। তোমরা যা জানতে চাও, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই জ্ঞাত আছি।... এবার মন দিয়ে শোনো। প্রথম কথা হলোঃ তোমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গাছ থেকে উড়াল দিয়ে আজ রাতের জন্য নিরাপদ কোনো স্থানে চলে যাও। তোমরা চাইলে আমরা জোনাকীরা এ-ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করতে পারি।

রু ও শিউঃ(সমঃস্বরে) এখান থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে কেন?

সুনীলাঃ যে-সব লাল আর কালো পিঁপড়ের সংগে কিছুক্ষণ আগে তোমরা কথা বল্‌লে, তারা সদলবলে ভোরের আলো ফোটার সংগে সংগেই এখানে ফিরে আসবে। তারপর ওরা তোমাদের সবাইকে বিনাশ করবে।

রু ও শিউঃ(আবারও সমঃস্বরে) কেন, কি কারণে তারা আমাদেরকে বিনাশ করবে?

অনীলাঃ তেমন কোনো কারণ নেই। তারপরও যদি কারণের কথা জানতেই চাও, তা হলে বলতে হয় যে, ওরা দুষ্টু।

সুনীলাঃ হ্যাঁ, ভয়ানক দুষ্টু। অন্যান্য পিঁপড়েদের বেশীর ভাগ-ই শ্রমিক প্রজাতি। কিন্তু এই লাল-কালো পিঁপড়েরা প্রধানতঃ গুন্ডা প্রজাতি। তখন তোমাদেরকে তেমন কিছু বলেনি। কেননা, আলো-আঁধারীতে ওরা ভাল মতন দেখতে পায় না। তাই ভোরের আলোর জন্য অপেক্ষা করছে।

রুঃ কি আশ্চর্য! আমাদের সাথে তখন ওরা এত সুন্দর ব্যবহার করল যে! আর মনে হলো, ওরা বেশ জ্ঞানীও।

অনীলাঃ ওটা ছিল স্রেফ ওদের অভিনয়। আর তা ছাড়া ওরা অনর্গল ভীষণ মিথ্যে কথা বলে। তবে হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তারা জ্ঞানী ও গুণী।

শিউঃ কিন্তু মেন্‌জিক যে তখন আমাদের জানাল, তারা বন্ধুভাবাপন্ন! (মেন্‌জিককে উদ্দেশ্য করে) কি, তুমি কথা বলছ না যে মেন্‌জিক?

সুনীলাঃ ওরা মেন্‌জিকের গ্রাহকযন্ত্রের মেকানিজ্‌মকেও ফাঁকি দিয়েছে। এ-ব্যাপারে তারা পারংগম। উল্টোপাল্টা তরংগ প্রেরণে তাদের জুড়ি নেই। এ-ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের সাথেই তারা এঁটে উঠতে পারে না। কারণ আমরা এই তরংগ প্রেরণ-বিদ্যাতে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে ওদের মতো আমরা এই বিদ্যার অপব্যবহার করি না।

অনীলাঃ শুধু তাই নয়। ঐ বদমায়েশগুলো এখান থেকে চলে যাওয়ার পরপর-ই দূর থেকে তোমাদের মেন্‌জিকের ভাব-বিনিময় ব্যবস্থাকেও বিকল করে

দিয়েছে।... তোমরা কি এতক্ষণ লক্ষ্য করোনি, অনেকক্ষণ থেকে মেন্‌জিকের কোনো সাড়াশব্দ নেই?

রু ও শিউঃ(আবারও সমঃস্বরে) সর্বনাশ! এখন কি হবে?

অনীলাঃ তোমাদের ভয়ের কোনোই কারণ নেই। আমরা দু'জনে মিলে এখন-ই মেন্‌জিককে সারিয়ে তুল্‌ছি। সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির তরংগ দিয়ে কেবল রোগ-বালাই নয়, সব ধরণের যান্ত্রিক গোলযোগও আমরা দূর করে ফেলতে পারি। হেঃ-হেঃ! বল্‌লাম না, আমরা হচ্ছিঃ ঋষি প্রজাতি!

সুনীলাঃ এবারে আমাদের দুই নম্বর কথাটি শোনো। কিছু মনে কোরো না, আসলে তোমরা খুব-ই ঠুন্‌কো প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে এই গ্রহে এসেছ। সম্ভবতঃ তোমরা সাহসী প্রজাতি। এই জায়গাটার নাম বাংলাদেশ। এই গ্রহের প্রায় সর্বত্র এই লাল-কালো পিঁপড়ে ছাড়াও আরও অনেক ভয়ানক সব প্রজাতি রয়েছে। অসংখ্য দৈব দূর্যোগ আর নানা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ রয়েছে। এখানে থাকলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা মারা পড়বে। তাই বল্‌ছিলাম, শিগ্রী তোমাদের ঐ 'মেই' উপগ্রহে তোমরা ফিরে যাও।

রুঃ একটা কথাঃ তোমরা আর এই গ্রহের অন্য সব প্রজাতিরা এই বিপদ-সংকুল পরিবেশে কিভাবে টিকে আছ?

অনীলাঃ এখানে সবাই যার যার নিজস্ব একটা জগৎ তৈরী করে নিয়েছে এবং সেখানেই সুখে-দুঃখে একভাবে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। এটাকে 'হ্যাবিট্যাট্' বলা হয়। আবার বিভিন্ন দূর্যোগে এই হ্যাবিট্যাটের গন্ডীর মধ্যেই অনেকে মারাও পড়ছে। যাই হোক, এখানকার প্রকৃতি, জীবজগত, জীবনযাত্রা, সভ্যতা, এ-সব সম্বন্ধে জেনে তোমাদের খুব বেশী লাভবান হওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যতোটুকু তথ্য তোমরা পেয়েছ, তোমাদের বস্‌দের খুশী করার জন্য সেটাই যথেষ্ঠ। আর আগেই বলেছি, এখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করাটাও তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমাদের কথা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ?

[রু ও শিউ লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। এরপর অনীলা ও সুনীলা বাতাসে ভর করে এক জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে ভাসতে থাকে। তাদের দু'জনের দৃষ্টি ছিল সোজা মেন্‌জিকের প্রতি নিবদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ মেন্‌জিকের এক্‌স্টার্নাল লাউড স্পীকার থেকে শব্দ ভেসে আসতে আরম্ভ করে।]

মেন্‌জিকঃ শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমি জানি না, আমার ঠিক কি হয়েছিল। এখানে বেশ কিছুক্ষণ কি কি ঘটেছে, তাও বলতে পারব না। এ-জন্য দুঃখিত!

অনীলাঃ শ্‌-শ্‌-শ্‌- - -। মেন্‌জিক, এখন তোমার কোনো কথা বলার দরকার নেই। পিঁপড়েরা অনেক কিছু আঁচ করে ফেলতে পারে। পরে তোমাকে রু ও শিউ সব বলবে। তোমরা সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

[তারপর রু ও শিউ মেন্‌জিকে চেপে বসল। রু সেই আগের মতো নিজ হাতে 'মেন্‌জিক' নামের ক্ষুদে নভোযান -তথা-রোবটকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকল। তারা 'অনীলা' ও 'সুনীলা' নামের দুই জোনাকী-সহোদরাকে অনুসরণ করতে থাকল। এই ফাঁকে শিউ মেন্‌জিককে সব কিছু খুলে বলল। অবশেষে মেন্‌জিক একটা নিস্তব্ধ গ্রাম্য হাটের দো-চালার ওপর অবতরণ করল। সেদিন হাটবার ছিল না। অনীলা ও সুনীলা মেন্‌জিকের পাশেই এসে নামল। ইতিমধ্যে রু ও শিউ নভোযানের ভেতর থেকে নীচে নেমে এসেছিল।]

অনীলাঃ এই হলো তোমাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। এখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই তোমরা মেই-এর উদ্দেশ্যে উড়াল দাও।

রুঃ তা হলে আমরা ফিরে যাবই?

সুনীলাঃ অবশ্যই। এত 'কিন্তু-কিন্তু' করার কিছু নেই। আফসোসেরও কিছু নেই। আমরা যা বলেছি, নির্জলা সত্য বলেছি। এখানে থাকলে বেঘোরে মারা পড়বে।

রুঃ না-না, আফসোস করছি না। বলছিলাম কি, তোমাদেরকে আমাদের বড়ো ভাল লেগে গিয়েছিল। তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে বড্ডো খারাপ লাগবে আমাদের।

শিউঃ হ্যাঁ, বড্ডো খারাপ লাগবে।... সবকিছুর জন্য আমরা তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

অনীলাঃ ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমরা বিশেষ পদ্ধতিতে সকলের মনের খবর জেনে ফেলতে পারি। তোমাদেরকে প্রথম দর্শনেই আমরা যাচাই করে ফেলেছি। আসলে তোমরা দু'জনও খুব ভাল। তোমাদের কোনো ক্ষতি হোক, এটা আমরা কখনোই চাইব না।

সুনীলাঃ ঠিক বলেছ দিদি। শুধু তাই নয়, সর্বক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনের মংগল হোক— এটা আমরা আন্তরিকভাবে চাই।

অনীলাঃ হ্যাঁ। এখন সুনীলার কথার সূত্র ধরেই বলতে চাইঃ রু ও শিউ, তোমরা দু'জন একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসো...

রুঃ (অনীলার কথা শেষ হওয়ার আগেই) সেকি বলছ অনীলা!

সুনীলাঃ দিদি ঠিক-ই বলেছে রু। কিন্তু মুস্কিল হলোঃ তোমরা এই সহজ সত্যটাকে সহজে মুখে স্বীকার করতে চাও না। এক্ষেত্রে মানুষ জাতির সাথে তোমাদের খুব মিল রয়েছে। হ্যাঁ, এ-কথা মানছি যে, এর মধ্যেও এক ধরণের মিষ্টতা রয়েছে। তবে বাড়াবাড়িতেই আমাদের আপত্তি। আমরা মনে করি, এটা সময়ের বড্ডো অপচয়!

অনীলাঃ সুনীলা ঠিক বলেছে। আর তাই আমাদের উপদেশ হলো, আজ রাতেই তোমরা বিয়ে করে ফেল।

রুঃ আজ রাতেই! বলছিলাম কি, আমার মা-বাবার অনুমতি...

অনীলাঃ মিথ্যা কথা বোলো না রু। আমরা জানি, তুমি পিতৃমাতৃহীনা, অনাথ-আশ্রমে বড়ো হয়েছ। আর শিউ-এর বাবা নেই, মা মৃত্যুশয্যায়। শিউকে ফিরে পেলে উনি খুব-ই খুশী হবেন। আর পুত্রকে একেবারে সদ্য বিয়ে-করা পুত্রবধূর সংগে দেখতে পেলে তো কথাই নেই! পরম শান্তি লাভ করবেন তিনি। (শিউকে উদ্দেশ্য করে) নাকি বলো শিউ?

শিউঃ (তার পক্ষে বেমানান কিছুটা নির্লজ্জ কণ্ঠে- অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে) সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রেম করা নেই, ডেটিং-ফেটিং-এর কোনো বালাই নেই— সরাসরি একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে?

সুনীলাঃ রাখো তোমার ডেটিং। কেউ আগে প্রেম করে, পরে বিয়ে করে। কেউবা আবার বিয়ে করার পর প্রেম করে। তোমরা না হয় পরেরটাই করলে। আর নীরব প্রেম তো তোমাদের মাঝে হয়েই গেছে।

[রু ও শিউ মাথা নীচু করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল।]

অনীলাঃ আর কথা নয়। ঐ চেয়ে দেখ, চারিদিকে কি সুন্দর জোছনা! তোমাদের-ই উপগ্রহের আলো— হোক না ধার করা। কিন্তু সত্যিই বড়ো মনোহর এই চাঁদের আলো! এই শুভক্ষণে, এসো, প্রাণ ভরে তোমাদের দু'জনকে

আশীর্বাদ করি। তোমরা দু'জন সুখী হও। এই পৃথিবীতে আমরা দুই জোনাকী-বোন তোমাদের বিয়ের সাক্ষী হয়ে রইলাম। আমরা অবশ্য এই অনুষ্ঠানে আরও কিছু জোনাকীকে ডাকতে যাচ্ছি। আর মেন্‌জিকও সাক্ষী হিসেবে ফিরে যাবে তোমাদেরকে বুকে নিয়ে। (মেন্‌জিকের উদ্দেশ্যে) নাকি বলো মেন্‌জিক?

মেন্‌জিকঃ আমি এক রোবট। প্রেম বা বিয়ের ব্যাপারে তেমন কিছু বুঝি না। তবু রু ও শিউয়ের এই বিয়েতে সাক্ষী হতে পেরে বড়ো ভাল লাগছে। আর আমারও খুব ইচ্ছে করছে প্রেম করতে!!

[মেন্‌জিকের কথায় সবাই হাসতে থাকে। সেই হাসিতে মেন্‌জিক নিজেও যোগ দেয়। অতঃপর অনীলা ও সুনীলা ক্রমাগত মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। আরও অনেক জোনাকী এসে চারিদিকে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বর-কনেকে শুভেচ্ছা জানাতে থাকে। বাতাস সানাই বাজিয়ে চলে। চন্দ্রবাসী রু ও শিউয়ের সেই বিয়ের রাতে তাদের চন্দ্রমাতাও অকৃপণভাবে জোছনার আলো ঢেলে দিল এবং তাদের এই বিয়ের সাক্ষী হয়ে রইল। আর এভাবেই মহা আনন্দের মাঝে পৃথিবীর মাটিতে চন্দ্রবাসী রু ও শিউয়ের খুব ব্যতিক্রমধর্মী অথচ খুব অনাড়ম্বর সেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলো।

পরদিন ভোরের আলো ভালো করে না ফুটতেই নব-বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে মেন্‌জিক তাদের আবাস 'মেই' অর্থাৎ চাঁদের পানে ফিরে চলল । সেই গ্রাম্য হাটের চতুর্দিকের আকাশে-বাতাসে শত শত ঋষি প্রজাতিভুক্ত জোনাকী তখনও জ্বলছিল আর নিভছিল, নিভছিল আর জ্বলছিল। তারা সবাই বলছিলঃ 'বিদায় রু, বিদায় শিউ, বিদায় মেন্‌জিক! আবার তোমাদের সংগে আমাদের দেখা হবে– অন্য এক সময়ে, ভিন্ন এক ভূবনে! তোমরা চির-সুখী হও!!']

(কল্প-কাহিনী)

[-শেষ-]

কবি ও লেখক খন্দকার জাহিদ হাসান সিডনীবাসী একজন বাংলাদেশী, লিখনী: ২৭/০৭/২০১০

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন